জানালা

BANGLADARSHAN.COM

অজিত দত্ত

জানালা

সমস্ত পৃথিবী নয়, সমস্ত আকাশ নয়,
নয় আদিগন্ত মাঠ, সিন্ধু-গিরি-মালা,
হীনপ্রভ চোখে শুধু একখণ্ড বিশ্বরূপ–
কাঠের সীমানা আঁঠা একটি জানালা।

সব দেখা ঢেকে যায় চারিধারে নিরেট দেয়ালে,
উৎসুক নয়ন তবু মলিন সন্ধানী শিখা জ্বালে।
আকাশের খণ্ড নীল, গুটিকয় তারা আর ফুল,
কভু বা ঝড়ের বেগে গাছে গাছে শাখারা আকুল।
মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া কখনো বা একঝাঁক পাখি,
বিশ্বের অনন্তরূপ কিছু আসে, কিছু দেয় ফাঁকি।
ছোট কুঠুরিতে আজ একটি জানালা শুধু আছে,
তবু, হে সুন্দর ধরা, তুমি আছ ইন্দ্রিয়ের কাছে।

BANGLADARSHAN.COM

নয়নে নিবন্ত আলো, ধীরে ধীরে মেঘ জমে কালো,
কোথা সে সোনালি রৌদ্র প্লাবনের মতন জোরালো?
আমার স্তুতির সব প্রয়োইজন ফুরাল তোমার?
নিঃশেষে নিয়েছ সবি? দিতে পারি কিছু নাই আর?
তবু আজো খোলা আছে, একটি জানালা–
আকাঙ্ক্ষার বাসনার লোভের অতৃপ্ত এক জ্বালা।

সকলি ফুরায়, সবি অন্ধকারে হয় অপগত–
মনের ঔজ্জ্বল্য আর বিশ্বের দাক্ষিণ্য-কণা যত।
শুধু তৃষ্ণা আরো, আরো বাড়ে,
যতক্ষণ এ-জানালা নিরুদ্ধ না হয় একেবারে।
যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ শিখায়
ছোট বহ্নি দাবাগ্নির মত বিশ্বগ্রাসী হতে চায়,
ততক্ষণ, হে পৃথিবী, কোনো এক জানালার কাছে,
মনে রেখো, একজন পুরাতন পরিচিত আছে॥

১৯৫২

চক্রবাল

জীবনের শেষরূপ চিনে যেতে চাই,
সকল মুখোশ খুলে জীবনেরে দেখে যেন যাই।

কখনো বা এ-জীবন উদ্দাম উল্লাসে
সমস্ত প্রাণের ভূমি ব্যাপ্ত ক'রে বন্যা-সম আসে।
কখনো বা নিভৃত প্রহর
স্মিত অনুরাগে হয় মধুর শ্বাশত অবিস্মর।
আজ দেখি ভ্রূকুঞ্চিত কুটিল আননে
বহুরূপী এ-জীবন অরাতির বেশে আসে রণে।
এমনি সে বিচিত্র অজ্ঞাত,
কভু মনে হয় বুঝি চিনি তারে, তবু চিনি না তো।
জীবনের শেষ কথা ব'লে যেতে চাই,
সকল কথার শেষ কথাটুকু খুঁজে যেন পাই।

BANGLADARSHAN.COM

যথই কথার তারা মনের আকাশ ভ'রে জ্বালি,
সবি কোথা খসে পড়ে, রেখে যায় নির্বাণের কালি।
যত কথা গাঁথি মালা ক'রে,
সকলি শুকায়ে যায় বারবার স্বপ্নশেষ ভোরে।
কত কথা ভেসে যায় বালুচরে ঝরাফুল সম
আজ তারে জীর্ণ দেখি একদা যা ছিল নিরুপম।
এমনি সে অনায়ত্ত কপট চতুর,
কখনো সে কাছে আসে, কখনো বা দুর্লভ সুদূর॥

১৯৫২

উদ্বাহু

এখানে আকাশ আসে না মাটির কাছে,
এখানে কেবল আকাশের দিকে দু'হাত বাড়ানো আছে।
দু'টি হাতে যদি ও-নীল সাগর থেকে
সুদূরের রঙ কোনোমতে পারি চোখে মুখে নিতে মেখে,
তবে মনে হয়, বনরাজিনীল দিগন্ত সীমানায়
আকাশে মাটিতে কী ক'রে মিলেছে, কিছু কিছু জানা যায়।

এখানে রুক্ষ উষর কৃপণ মাঠ,
কাড়াকাড়ি ক'রে যারা বেশি নয়, তাদেরি রাজ্যপাট।
এ-মাটির রঙে গেরুয়া ছোপালে ভিক্ষা ভাগ্যলিপি,
যতই উঁচুতে উঠি, বড় জোর সেটা বল্মীক ঢিপি।
দূরে যেতে গেলে পিছে গাঁটছড়া-বন্ধন দেয় টান,
বাসর ঘরের অন্ধকূপেই মানুষ ভাগ্যবান।
তবুও আকাশে নীলের জোয়ার এলে
সব সীমান্ত ছাড়িয়ে যাবার কিছু ইঙ্গিত মেলে।
দু'হাত বাড়িয়ে ভাবি,
ওই নীলে যদি হৃদয় ছোপাই পাবো স্বর্গের চাবি।

সারাটা জীবন খুঁজেও মেলে না উপরতলার সিঁড়ি,
আকাশ ছোঁয়ার মত উঁচু নেই কোনো কাঞ্চন-গিরি।
তবুও ঊর্ধ্ব কেবলি উঁচুতে টানে,
ক্ষণবন্যায় মুছে দিতে চায় গৃহস্থালির মানে।
জানি ও-স্বর্গ আসে না মাটির কাছে,
তবুও এখানে আকাশের ছুঁতে দু'হাত বাড়ানো আছে

আগস্ট ১৯৫৩

BANGLADARSHAN.COM

পরিচয়

কোনোখানে অজ্ঞাতের পরিচয় আছে,
হোক সে অনেক দূরে, হোক বা সে হৃদয়ের কাছে

যত কথা, যত সুর, যুক্তিহীন সামান্যের মোহ,
অকারণে ক্ষণে ক্ষণে ভাবনার অসংখ্য বিদ্রোহ,
কেন জানি এক ঠাঁই এসে
বিশ্বাসে নির্ভরে আত্মসমর্পণে শান্তি খোঁজে শেষে।
কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কৌশলে
জীবন-প্রদীপে যত তেল কমে, শিখা বেশি জ্বলে।
জীবনের তুলাদণ্ডে পর্বত-প্রমাণ অবিচার
সামান্য স্মৃতির চেয়ে মনে হয় যেন লঘুভার।

জীবনের বৃত্তে ঘুরি বুদ্ধিভ্রষ্ট মূঢ়ের মতন,
বিশ্বের বৈচিত্র্যপরে রহস্যের ঘণ আবরণ।
ক্লান্ত পায়ে নিরন্তর খুঁজি বিশ্বময়,
কোনোখানে কোনোদিন জিজ্ঞাসার যদি হয় শেষ।
যদি বা সন্ধান মেলে—কোন্ ইন্দ্রজালে
অসহ দুঃখেও প্রাণ প্রেরণার দাবানল জ্বালে।

জীবন-পরিধি ছোট, বিশ্বজোড়া জিজ্ঞাসার ক্ষুধা,
অন্তহীন আকাঙ্ক্ষার কতটুকু মিটাবে বসুধা?
তাই সেই দুর্জ্ঞেয়ের পরিচয় খুঁজি—
সকল প্রশ্নের শেষ সমাধান সেথা আছে বুঝি।
সংখ্যাতীত উপপ্লবে হৃদয়ের ঘোচে না প্রত্যয়,
কাছে কি সুদূরে হোক, অজ্ঞাতের আছে পরিচয়॥

১৯৫৩

BANGLADARSHAN.COM

সেতু

জ্যোতির্ময় পৃথ্বী আর ক্ষীণশিখা স্তিমিত হৃদয়–
কী কৌশলে উভয়ের সেতুবন্ধ হয়?

কত তুচ্ছ অবান্তর হীন কর্মচক্রে বাঁধা মন,
তারো মাঝে ক্ষণতরে স্পর্শ দেয় শ্বাশত জীবন।
সেই স্পর্শে আপনারে ভুলি মুহূর্তেকে,
প্রাণের প্রদীপ বুঝি সে-মুহূর্তে তারা হতে শেখে।
সেইক্ষণে দৈনন্দিন সব গ্লানি ভুলে
আকাশেরে ছুঁতে যাই বামনের ক্ষুদ্র বাহু তুলে।
আঘাতে বিক্ষত এই নির্লজ্জ হৃদয়
জীবনের মুখোমুখি পুনর্বার অগ্রসর হয়।

সমাপ্তিরও মোহ আছে। বৃথা আয়ু কখনো হতাশে
গভীর বিশ্রাম খোঁজে সংখ্যাতীত বিস্মৃতের পাশে।
তবু যতবার চিত্তে জ্যোতির্ময় আবির্ভাব দেখি,
ততবার প্রশ্ন জাগে, এ-জীবন এত তুচ্ছ সে কি?
বিশ্ব আর চিত্ত মাঝে কখনো তো সেতুবন্ধ হয়,
যদিও রহস্য তার জানে না হৃদয়!

১৯৫৪

BANGLADARSHAN.COM

গন্তব্য

এই ঘর থেকে ওই প্রান্তরের পার
চোখের দৃষ্টির পথ এক লহমার।

তবু সে অনেক দূর। কত দীর্ঘ দিন রাত্রি গেলে,
রিক্ত তপ্ত রৌদ্রে-জ্বলা শুষ্ক দিনে, বিবর্ণ বিকেলে,
দেহ মন টেনে টেনে নিয়ে দূর দিগন্তের কাছে
প্রাপ্তির সম্পূর্ণ তৃপ্তি আছে।

হৃদয়ের ছুঁয়ে যাওয়া, দূরে সরে যাওয়া প্রেমগুলি
অসমাপ্ত ছবিটির পাশে রাখা কতগুলো তুলি–
একদিন জাগরণে প্রেরণায় কেঁপে
ছবিটি সম্পূর্ণ ক'রে দেবে জানি রঙের প্রলেপে।
যা আজ খণ্ডিত ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত ঈপ্সিত বহুদূর,
কোনোদিন তাই হবে পূর্ণতার তৃপ্তি ভরপুর।

BANGLADARSHAN.COM

তবুও সম্মুখে আজ প্রসারিত দীর্ঘ রাত্রিদিন
অবিশ্রান্ত প্রতীক্ষার প্রয়াসে মলিন।
দৃষ্টি দিয়ে মর্ম মাঝে মুহূর্তেই যারে ছোঁয়া যায়,
তাহারে সম্পূর্ণ পেতে যেতে হবে দিগন্ত সীমায়।
যা আছে অন্তরে অন্তরালে
তার আবির্ভাব শুধু জীবনের রজনী পোহালে।

চন্দ্রের অর্ধেক আজো রয়ে গেল দূর দুর্নিরিখে,
পাঠাল না আলো এই পৃথিবীর দিকে।
অর্ধেক প্রাপ্তির সেই অন্ধকার অতিক্রম ক'রে,
আহত বিক্ষত পায়ে প্রান্তরের সীমান্তের পরে,
কোনোখানে কোনোদিন নিঃসঙ্গে চেতনা
বাঞ্ছিতেরে খুঁজে পাবে, অমৃতের পাবে এক কণা

আগস্ট ১৯৫৫

ক্লান্তি

এখানে সরাই কোথা? পাহাড়ের উঁচু পথ কেটে,
ভোর থেকে রাত্রি আর রাত্রি-ভোর অবিশ্রাম হেঁটে,
হয়তো বা স্বর্গের তোরণ দেখা যায়।
অবসন্ন পথিকের এ-কান্তারে বিশ্রাম কোথায়?

শুধু তো বিশ্রাম নয়, চাই খাদ্য-পানীয় প্রচুর,
স্বাদে ঘ্রাণে স্পর্শে প্রেমে ভোগ চায় জন্মলোভাতুর।
নিবিড় দেহের স্পর্শ দেহ চায় শীতে ও নিদাঘে,
কাম লোভ মোহ তৃষ্ণা সকলি উদ্দাম তেজে জাগে।
কে করে স্বাগত এই দরিদ্র পথের কিনারায়–
রুক্ষ রিক্ত শূন্য পথে বিশ্রামের সরাই কোথায়?

অবুঝ বুভুক্ষু দিন একে একে নিঃস্ব হাতে আসে,
শত লক্ষ ভিক্ষা চায় বিলাপে ক্রন্দনে দীর্ঘশ্বাসে।
পশ্চাতের সম্মুখের সংখ্যাতীত ঋণ
দাবাগ্নির মতো করে আকাশের তাম্রাভ মলিন।
বিমুখ জগৎ হাসে বিকৃত বিদ্রূপে,
ভিক্ষাভাণ্ড হাতে দিয়ে আসে তীব্র আকাঙ্ক্ষার রূপে।
স্বর্গের তোরণে বুঝি সে-মুহূর্তে বাজে বীণা-বেণু,
ভোগের পিপাসাপাত্রে পুণ্যের নিষ্ফল স্বর্ণরেণু।

জীবন, হে মহাভাগ, দান নিলে পৃথ্বী সসাগরা,
দক্ষিণার স্বর্ণ চাও আরো ঝুলিভরা?
চণ্ডালও সম্ভোগ চায় শ্মশানের পথে,
তারেও রাজত্ব দিয়ে দূর ক'রে দাও রাজ্য হতে!
শূন্য রিক্ত দগ্ধবাট, এ কান্তারে সরাই কোথায়?
হয়তো অনেক দূরে স্বর্গের তোরণ দেখা যায়॥

১৯৫৫

BANGLADARSHAN.COM

নববর্ষ

বারবার এই তটে এক ঝাঁক পাখি উড়ে আসে–
বসন্ত-সন্ধানী যাযাবর।
পৃথিবীর আবর্তন অনুসরণের অবসরে
একদিন এই তটে নামে, এই ধূসর আকাশে
একবার রূপালি ডানায় খেলা করে,
তারপর
আবার অয়ন-চক্রে তাদের পাখায় নেচে ওঠে
পদ্মার উদ্বেল ঢেউ, অন্য তট পানে তারা ছোটে।

বৎসরের আবির্ভাব! আকাশের উত্তাপের সাথে
মিশে যায় হৃদয়ের আশার উষ্ণতা,–
সেই তাপে বাসনার বিহঙ্গেরা মাতে।
তারপর অন্য কোনো অরণ্যের বসন্ত-বারতা
ডানাগুলি কাঁপায় তাদের থরথর।
হয়তো বা কোনো এক নতুন চরের বুক ছেয়ে
নামে তারা উল্লাসে মধুর
সে-সুদূরে বসন্তের আমন্ত্রণ পেয়ে।

দিনের প্রবাহ-পথে এই একদিন একবার,
পুরাতন শাখাগুলি নব-পল্লবের সমারোহে
আশা আর বাসনার বলাকারে আহ্বান জানায়
হৃদয়ের ক্ষীণতোয়া ভ'রে ওঠে কানায় কানায়
প্রাণের আনন্দ-স্রোতে;–আর
বায়ুস্রোত ব'হে
স্মরণের মৃদুগন্ধ স্বপ্নঘোর আনে চেতনায়।

দীর্ঘতর হয়ে আসে পশ্চাতের নিষ্ফল প্রান্তর,
সম্মুখে যাত্রার পথ আর কতটুকু?
তবুও যখন বর্ষ আসে

BANGLADARSHAN.COM

সহস্র প্রত্যাশা-ভরে দুরু দুরু কেঁপে ওঠে বুক,
মোহ রচে সম্মুখে দিগন্ত-পরিসর,
মনের আকাশ ছেয়ে আবার রূপালি ডানা ভাসে॥

১৯৫৬

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দ

যত দূর চোখ যায় যত দূর মন,
তত দূর আনন্দ করে বিচরণ।
বয়সের গিঁঠ-বাঁধা লম্বা সুতোয়
মনের উড়ানো ঘুড়ি তারা ছোঁয় ছোঁয়।
চোখ ভ'রে দেখা আর মনের দেখাতে
আকাশ পাতাল জুড়ে খেলাঘর পাতে।
কিছু জানা, কিছু পাওয়া, কিছু মনগড়া,
রঙে আর রসে গাঁথা মালা এক ছড়া।
যতটুকু অনুভব, যতখানি আশা,
ততদূর হৃদয়ের মধুর তামাশা।

পৃথিবীর রাজপুরী খোলা চারিধার,
কোনো ঘরে চাবি নেই, মুক্ত দুয়ার।
যেদিকে যেখানে খুশি, যখন তখন
আনন্দদীপ জ্বেলে করি বিচরণ।
কোনোখানে গজমোতি, কোনোখানে হীরে,
কোথাও মানিক জ্বলে নিকষ তিমিরে।
অশ্রুফোয়ারা কোথা–মুক্তোর হার,
কোথাও আঘাতে বাজে প্রাণের সেতার।
যা দেখি, যা মন ভ'রে প্রাণ ভ'রে আসে,
হৃদয় জাগায় সবি নব উল্লাসে।

মেঘে ঢাকা চাঁদ আর নিবে যাওয়া তারা,
বজ্রের হুঙ্কার, শ্রাবণের ধারা,
নিত্য নতুন রূপে সবি থাকে মিলে
আমার আনন্দের আলোর মিছিলে।
যতটুকু পাই আর যা কিছু হারাই
আমার খুশিতে আছে সকলেরি ঠাঁই।
নিকটের দেখা আর স্বপ্ন সুদূর

BANGLADARSHAN.COM

মনের বাঁশিতে বাজে সবগুলি সুর।
যত দূর আয়ু আর যত বড় প্রাণ
তত বড় লালসায় তত বেশি গান॥

১৯৫৫-৫৬

BANGLADARSHAN.COM

আশ্বিন

ওই নীল হয় না মলিন,
রৌদ্রের সোনায় নাওয়া মন-ছাওয়া প্রসন্ন আশ্বিন।

ও নীলের স্রোত বেয়ে বর্ষে বর্ষে বার বার আসে
স্মরণের স্বর্ণপর্ণ বিহঙ্গেরা মনের আকাশে।
যা-কিছু হারিয়ে গেছে, কোনোদিন এসেছে যা কাছে,
গুটানো ফিতায় যারা আজ শুধু ছায়াচিত্রে আছে,
যত কথা বিবর্ণ মলিন পুরাতন–
নিরাশ্রয়, যাযাবর, আজ করে শূন্যে বিচরণ,
আশ্বিনের নীলাভ হাওয়ায়
আজ তারা পরিচিত সৌরভ মিলায়।

জীবনের সব পাওয়া লজ্জা ভয় গ্লানি দিয়ে মাখা,
শঙ্কিত চকিত ত্রস্ত সব চাওয়া, সব কাছে ডাকা।
শেষতিক্ত তীব্রতম আকাঙ্ক্ষার পেয়,
জীবনের দিবালোক–ক্ষণপরে অস্তমিত সে-ও।
অগস্ত্যযাত্রার পথে এরা একে একে
গোপনে ভুবন ভ'রে প্রাণের সৌরভ যায় রেখে।

গ্লানিটুকু সাথে নিয়ে, পিছে ফেলে যায়
আনন্দের গুঞ্জরণ অজানিতে সারা চেতনায়।
সে আনন্দ, সে সৌরভ ঋতুচক্রে আনে একদিন
অমলিন নীলে-নাওয়া সোনা-ছাওয়া প্রসন্ন আশ্বিন॥

১৯৫৩-৫৪

BANGLADARSHAN.COM

শরতের মেঘ

একটি দুয়ার খুলে রাখো
তোমার নিভৃত কক্ষে সব দ্বার রুদ্ধ কোরো নাকো।
ওই দ্বারপথে কভু শরৎ-নীলাভা যদি আসে,
কেশভার এলোমেলো হয় যদি সহসা বাতাসে,
তার সাথে মিশে কোনোবার
স্মরণের কণাটিরে প্রবেশের দিয়ো অধিকার।

বিস্মৃতির বন্দিত্বের সোনার শিকলে বাঁধা পাখি,
তোমার ভোরের স্বপ্নে যদি আমি মিশে গিয়ে থাকি–
তবু আজ সে-স্বপ্নেরে শরতের মেঘের মতন
জাগরণে মুহূর্তেক করিবারে দিয়ো বিচরণ।
জানো না কি এ-মেঘের পক্ষপুটে অস্তরাগ মাখা,
গৃহমুখী যূথভ্রষ্ট বিহঙ্গম, শ্রান্ত ক্লান্ত পাখা?

BANGLADARSHAN.COM

আমার আকাশে কোনো রুদ্ধ দ্বার নাই,
সব দিক মুক্ত হেথা, সহস্র স্মৃতির হেথা ঠাঁই।
তাই, তুমি জানো বা না জানো–
তোমার অস্তিত্বটুকু লক্ষরূপে এখানে ছড়ানো।
সে দুর্বহ অভিশাপ, সে অমৃতময় আশীর্বাদ,
ইন্দ্রিয়ের শত পথে ক্ষণে ক্ষণে পাই তার স্বাদ।

তুমি সুখী জানি,
জীবনের খেলাঘরে অবরুদ্ধ রানি।
আর আমি নিষ্ফল অস্থির,
যতই ফুরায়ে যাই স্মৃতিগুলি তত করে ভিড়।
তবুও কী বিস্ময় অপার,
জানো না যে এ-আকাশে তোমারি বিস্তীর্ণ অধিকার

নির্বাণ

এখন আকাশ-মাটি ফুল ফল মানুষের মন
সব মিশে একাকার হয়ে গেল। আমি আর তুমি,
আর দুঃখ সীমাহীন, আর আশা নেশার মতন
সমস্ত কল্পনা-ছাওয়া, স্বর্গ মর্ত আকাশ ও ভূমি
ছেয়ে গেল আলোস্রোতে সূচীভেদ্য আঁধারের মতো।
চোখে আর দৃষ্টি নেই। হৃদয়ের সব আঁকে-বাঁকে,
সব সুখে সব দুঃখে, সমস্ত ভুবনে ওতপ্রোত
সমস্ত অতীতে আর ভবিষ্যতে ছড়ানো চাওয়াকে
একটি নিমেষে যেন মূর্ছায় নিস্তব্ধ ক'রে দিলে।

একেই কি প্রাপ্তি বলে? মুহূর্তের ধ্যানমগ্ন মনে
ত্রিলোক ত্রিকাল এসে হ'ল আত্মহারা? এ-নিখিলে
সতীর দেহের মতো ছড়ানো তোমাকে সচেতনে
পরিপূর্ণরূপে কি পেলাম?
কত হ্রস্ব এই স্বাদ!
কত লঘু এই ছোঁয়া। তবু সব চেয়ে তুমি জানো
আকাশ-পাতাল-জোড়া এ-বিশ্বের শূন্যতা অগাধ,
জানো কত বড় এই পাওয়া, কত বিশাল হারানো।
প্রথম বর্ষার মতো এই ছোট মুহূর্তের পরে
অফুরন্ত বেদনার ধারাস্রোতে হবে পুণ্যস্নান
আরো বহুদিন জানি। তবু পলে দণ্ডে বা প্রহরে
প্রচ্ছন্ন হবে না এই নিমেষের পরম নির্বাণ॥

সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

BANGLADARSHAN.COM

মেঘচ্ছায়া

শরৎ মেঘের স্নিগ্ধ ছায়াগুলি চলে যায় উড়ে'
আমার বিশ্রাম হতে, আমার পৃথিবী থেকে দূরে,
শীতল সান্ত্বনাটুকু আয়ুস্রোতে লুপ্ত হয়ে যায়
অজ্ঞাত সুদূর কোন্ অন্ধ তমিস্রায়।

মনের সঞ্চয় নিয়ে বিলাসের যত অবসর
ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়, চিন্তা হয় গোধূলি-ধূসর।
আচ্ছাদনহীন চিত্তে তপ্ত স্পর্শ পাই,
দগ্ধ দিবসের গ্লানি সব শান্তি ক'রে দেয় ছাই।

এর পর ঋতুচক্রে ভবিতব্য হিমেল জড়তা,
নিরুদ্যম মন হবে জীর্ণ শুষ্ক স্রোতস্বিনী যথা,
প্রাণময় বিশ্ব হতে কী নিষ্ঠুর হবে নির্বাসন,
চিত্তের বিলাসহীন নিরুল্লাস জীবন্ত মরণ।
সেই মৃত্যু কাছে আসে মেঘগুলি যতদূরে চলে
আমারে বঞ্চিত ক'রে শীতল চঞ্চল ছায়াতলে॥

১৯৫৭

BANGLADARSHAN.COM

মৃত্যু

প্রচণ্ড লেলিহ কোনো বহ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গের কণা
অকস্মাৎ দীপ্ত বেগে অস্তিত্বের একেবারে কাছে
ছুটে এলো। হৃদয়ের স্পর্শ ক'রে, ঘুমন্ত চেতনা
উত্তাপে জাগ্রত ক'রে, অন্তরের আনাচে কানাচে
দীপ্তি দিয়ে, তৃপ্তি দিয়ে প্রীতির তৃষ্ণারে, সে সহসা
অন্ধকারে মিশে গেল নিরাকৃতি ছায়ার মতন।
যেন কোন্ ঘূর্ণমান্ জ্বলন্ত সূর্যের থেকে খসা
সদ্যোজাত কোনো এক বহ্নিময় গ্রহ; কিছুক্ষণ
শস্যে ফুলে ফলে আর অজস্র পার্থিব সমারোহে
দৈনন্দিন আবর্তনে ছিল অন্য পৃথিবীর মতো।
তারো বক্ষ জুড়ে ছিল নরনারীশিশু জৈব মোহে
একান্তে জড়ায়ে পরস্পরে। সে-আকাশে লক্ষশত
আশা আর স্বপ্ন ছিল বর্ণময়। আজ অকস্মাৎ
তমসার প্রলয়-প্লাবনে সেই ফুল ফল সেই প্রাণ,
সেই বর্ণচ্ছটা আর তাপতৃষ্ণা, সেই দিনরাত
আর তার সাথে মেঘ-তারা-ফুল-আশা-ভাষা-গান
সব কিছু লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই হোত ভাল, যদি
ওই আলো, ওই প্রীতি, নিশ্ছিদ্র লুপ্তিতে চিরতরে
চেতনা-সীমান্ত পারে চলে যেত। যদি নিরবধি
সে লুপ্ত গ্রহের তাপ প্রাণের নদীর কূল ভ'রে
স্মৃতির উচ্ছ্বাস নিয়ে আজো নিত্য বয়ে নাহি যেত।
তবু কী বিস্ময়! আজ লুপ্তিতেও অবলুপ্ত নয়
সে-স্ফুলিঙ্গ চেতনার বিশ্বরূপ হ'তে। আজো সে তো
নিজে নিবে গিয়ে, তারি আলো হ'তে জ্বলা জ্যোতির্ময়
শিখাগুলি যায়নি নিবিয়ে। স্মরণের দাহ রেখে
নিয়ে চলে গিয়েছে সে সান্নিধ্যের উষ্ণতার স্বাদ।
মনের আকাশ ভ'রে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়া এঁকে

BANGLADARSHAN.COM

বিনিঃশেষে মুছে নিয়ে চলে গেছে আলোর প্রসাদ!
সকলি নশ্বর যদি, সত্য যদি অনুভূতিময়
চেতনা কেবল, তবু সত্য হোক মানবের ভাষা
স্মৃতির ছোঁয়ায়; আর জীবনের যদি লুপ্তি হয়,
তবুও সে রেখে যাক কাব্যে তার অনন্ত জিজ্ঞাসা॥

১৯৫৫

BANGLADARSHAN.COM

প্রশ্ন

আয়ু কি জীবন? ম্লান বৈকালের বিষণ্ণ বাতাসে
বারবার স্বস্তিহীন এ-জিজ্ঞাসা-আসে।

যত ভালো-লাগা আর যত প্রেম সব জড়ো ক'রে
যেন লঘু একগাছি হার,
দীর্ঘ কর্মময়চক্রে অধিকাংশ উপলে প্রস্তরে
বোঝা গুরুভার।
তবুও সামান্য নিয়ে বেঁচে থাকা বড় মনে হয়,
জানি না এ-তুচ্ছতায় জীবনের কোন্ পরিচয়।

আজ ভাবি জীবনেরে হয়তো বা দেখেছি কখনো,
হয়তো বা কোনো লুপ্ত মুহূর্তে তা রয়েছে লুকোনো।
বাসনার কামনার আকাঙ্ক্ষার একান্ত আগ্রহ
যে-প্রেমেরে একদিন ব্যাপ্ত ক'রে ছিল অহরহ,
সেখানে কি দেখেছি জীবন?
দুঃসহ দুর্বহ সুখে ভরা সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষণ।

অথবা কি কোনোদিন অহেতুক আত্মবিস্মৃতিতে,
শুধু ভালো-লাগা মাঝে জীবন এসেছে ছোঁয়া দিতে?
আনন্দে সন্তোষে সুখে অশ্রুতে, কোথায়
জীবনের স্বাদ পাওয়া যায়?
কর্মে জয়ে সংগ্রামে, না আলস্য-বিলাসে,
ব্যাকুল অধীর মনে কখন্ সে লঘু পায়ে আসে?

বৈকালের অস্পষ্ট ছায়ায়
নিরুত্তর প্রশ্ন জাগে—আয়ুতে কি জীবন ফুরায়?

১৯৫৫

BANGLADARSHAN.COM

অগ্রদানী

সহস্র দৃষ্টির কণা লক্ষ্যহীন জোনাকির মতো
আশে পাশে ভেসে যায়, তবু রাত্রি তমিস্র নির্জন।
অজ্ঞাত আশ্রয় খুঁজে ক্লান্ত পায়ে চলি সর্বক্ষণ
ধরার অরণ্যপথে ভ্রান্তদিশা কণ্টকে বিক্ষত।
নিরুত্তাপ প্রেতপ্রায় অকরুণ ছায়া লক্ষ শত
হিংস্রতায় ঘিরে রয়, আঘাতের গড়ে আবরণ,
অবুঝ হৃদয় কাঁদে সে আঘাতে, তবুও জীবন
নির্লজ্জ আশায় অন্ধ,—সম্মুখে সে চলে অবিরত।

শুধু উদাসীন নয়, ঈর্ষাময় নির্দয় যদিও,
তথাপি আমার আয়ু আর মোর মন দিয়ে গড়া
আমারি পৃথিবী এ যে! অসার্থক যদিও এ প্রাণ,
তবুও আমার চোখে সর্বাধিক রূপময় প্রিয়
আমার এ-জীবনের প্রীতি খেদ ভুলের পসরা,
তবু ভালোবাসি এই পৃথিবীর বাঁ হাতের দান॥

১৯৫৭

BANGLADARSHAN.COM

পরমাণু

আমার মনের চেয়ে কত পুরাতন?
আমার আকাঙ্ক্ষা চেয়ে আরো কত বড় ত্রিভুবন?

বিবর্ণ পুঁথির পরে ক্ষীণচোখে রাত্রিদিন ঝুঁকে,
লিপিবদ্ধ সময়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পশ্চাতে সম্মুখে
ঘুরে ঘুরে দেখি ইতস্তত,
সবখানে এ-হৃদয় ছেয়ে আছে আকাশের মতো।
অনাগত কালের অদৃশ্য অন্তরালে
আমার বাসনাবহ্নি অন্তরে অন্তরে শিখা জ্বালে।

ক্ষুদ্র এই বিশ্বজোড়া মন
জীবনের দান হতে কণামাত্র করে না বর্জন।
প্রেমে দুঃখে কামনায়, কর্মে আর আলস্যবিলাসে,
হীনতায় রিক্ততায় ঐশ্বর্যে আনন্দে সুখে ত্রাসে,
নিজেরে সে মিশে দেয় পরমাণু প্রায়;
দিক হতে দিগন্তরে উড়ে যায় ঘূর্ণিত হাওয়ায়।
যদি কিছু ভালোবাসা পেয়ে থাকি, দিতে পেরে থাকি,
আগত কি অনাগত সব প্রেমে মেশা নেই তা কি?
যা কিছু মানুষ চায়, যা কিছু চেয়েছে কোনোদিন,
আমার সকল চাওয়া তার মাঝে ওতপ্রোত লীন।

ছোট এই জীবনেরে ঘিরে আছে কত সমারোহ,
ছোট যদি এ-হৃদয় বিশ্বজোড়া তবু তার মোহ।
যতই অতীতে চাই, যত ভবিষ্যতে,
আমার চেতনাটুকু ভেসে রয় সময়ের স্রোতে।
জগতের কামনার শেষ যদি না থাকে কোথাও,
আমার আকাঙ্ক্ষাটুকু, সেও জানি অনন্তে উধাও॥

BANGLADARSHAN.COM

পদধ্বনি

ঘোরানো সিঁড়ির যেন ধাপে ধাপে ক্রমে নেমে আসে
অস্পষ্ট অনুচ্চ এক পদধ্বনি নিশ্চিত মন্থর।
সঙ্কুচিত হয়ে আসে ব্যবধান প্রত্যেক নিঃশ্বাসে,
অজ্ঞাত অস্তিত্ব কোনো প্রতিক্ষণে হয় অগ্রসর।
অযাচিত আগন্তুক, অনিবার্য অদৃশ্য অতিথি,
আসে না সে সূর্যসম অকস্মাৎ জ্যোতির বিকাশে,
খোঁজে না সে অভ্যর্থনা, জানে না সে বন্ধুতার রীতি,
অচিন্ত্য অদ্ভুত বার্তা বয়ে নিয়ে ক্রমশ সে আসে।

এখনো সময় আছে, এখনো নির্জন অবসর,
শুধু বাকি আছে আর লিখে যাওয়া একখানি চিঠি,
এখানের খুঁটিনাটি ছোট বড় সকল খবর,
মনে-রাখা, ভুলে-যাওয়া, মনে-পড়া কথার প্রতিটি।
ক্রমান্বিত পদধ্বনি যতক্ষণ দুয়ারে না থামে।
ততক্ষণে ঠিকানাটা লিখে দিতে পারি যেন খামে॥

১৯৫৬

BANGLADARSHAN.COM

মূর্তি

তীক্ষ্ণধার যন্ত্র দিয়ে জীবনের নিষ্ঠুর ভাস্কর
অস্তিত্বের অন্তরঙ্গ খণ্ডগুলি ভেঙে ভেঙে ফেলে।
কাল যা সংলগ্ন ছিল সত্তায়, তা আজ অবহেলে
বিচ্ছিন্ন করে সে। যত তুচ্ছ হোক, হোক অবান্তর,
তবু যারে জীবনের অংশ জেনে করি সমাদর
সবি খসে প'ড়ে যায়। ধন্য মানি যার স্পর্শ পেলে,
সেখানেও অস্ত্র হেনে ভাস্কর নির্দয় খেলা খেলে;
আর্তনাদে ভ'রে ওঠে ক্লিষ্ট প্রাণ আঘাত-জর্জর।

কোনো একদিন এই ভাঙাগড়া হবে অবসান,
পাথরের খণ্ডটুকু সেদিন রবে না নিরাকৃতি,
কৌতূহলী চোখে দেবে না জানি কী মূর্তিরূপে দেখা।
সেদিন জগতে আমি খণ্ডিত আহত ক্লিষ্ট একা,
এ-ক্রন্দনে রবে শুধু আমার সামান্য পরিচিতি,
রুক্ষ সে প্রস্তরখণ্ড কী ছিল তা কে নেবে সন্ধান?

আগস্ট ১৯৫৫

BANGLADARSHAN.COM

কোনোখানে

কোনোখানে একদিঘি জল আর ভেজা ভেজা বালি,
ভোরের রোদের ডানা রূপালি-সোনালি।

এখানে খাণ্ডবপ্রস্থে ঘাসে ঘাসে লেগেছে আগুন,
ধোঁয়ায় ধূসর দিক-দিগন্তর, রুদ্ধ সব পথ।
এখানে দারুণ যুদ্ধে সমুদ্যত খড়্গ ধনু তূণ,
সর্বদা জাগ্রত হিংসা, নিত্য শত্রুজয়ের শপথ।
দুর্গের প্রাকারে জাগা কালান্তক সশস্ত্র প্রহরী,
চতুর্দিকে আক্রমণ, টলমল ক্ষুদ্র রাজ্যপাট।
চিন্তায় চক্রান্তে কাটে সন্ধ্যা ঊষা দিবা বিভাবরী,
পাছে শত্রু ছিদ্র পায়, রুদ্ধ তাই সকল কপাট।
এখানে বিশ্রাম নাই, শঙ্কা অবিশ্বাস চতুর্দিকে,
কূটনীতি কপটতা রিপুধ্বংস চিন্তা অবিরত,
শত্রুব্যূহভেদমন্ত্র প্রতিদিন চলা শুধু শিখে
বিশল্যকরণী খুঁজে বারবার মোছা অস্ত্রক্ষত।

কোনোখানে ছায়া-ছায়া পাখি-ডাকা শীতল বিকাল,
আকাশের কোণে কোণে মেঘে বোনা জাল॥

ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

BANGLADARSHAN.COM

কী পেলে? কী পেলে?

এত বড় নীলাকাশে এক সূর্য জ্বেলে
বলো তুমি কী পেলে? কী পেলে?

যখন ও সূর্য যায় ডুবে,
আমি তো জ্বালাতে পারি উর্ধ্বে অধে উত্তরে ও পূবে
প্রচণ্ড উজ্জ্বল দাবানল।
দ্যাখো না কি অন্ধরাত্রে আমার কৌশল?
আমারি ভিতর থেকে একটি নিমেষে
লক্ষ কোটি বহ্নি জ্বেলে বিশ্ব ভস্ম ক'রে দিয়ে শেষে
নূতন তমিস্রা আমি ডেকে ডেকে আনি বারবার।
স্বর্গ মর্ত মুহূর্তেকে দীপ্ত করি, ক্ষণে অন্ধকার।
শূন্যতার থেকে আমি আগুন জ্বেলেছি নিজে নিজে,
আমার ললাট থেকে অকস্মাৎ জ্বলে ওঠে কী যে
আশ্চর্য ভীষণ অগ্নি—জানো না কি কত তার দাহ?
পম্পাই ভস্মের পরও গলিত লাভার পরিবাহ।

আর তুমি দিনমানে মহাশূন্যে এক সূর্য জ্বেলে
বলো দেখি কী পেলে? কী পেলে?

আষাঢ় ১৩৬৫

BANGLADARSHAN.COM

ধ্বনি

ঈথরের স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে ভেসে,
ঊর্ধ্বে বায়ুলোকে উঠে, কিংবা গ্রহান্তরে ঘুরে এসে,
এ-মাটিতে মরুতে বা প্রান্তরে-কান্তারে যাবে ঝ'রে
আজকের সকল কথা। এ-লগ্নের গুঞ্জনে-মর্মরে
নেমে যাবে নৈঃশব্দ্যের যবনিকা। সারা জীবনের
ধ্বনির সুতোয় গাঁথা হাসি-কান্নাগুলি আকাশের
কৃপণ নিস্তব্ধতায় খসে-পড়া নক্ষত্রের মতো
চূর্ণ হয়ে অন্ধকারে মিশে যাবে—অশ্রুত সতত
পৃথিবীর মানুষের কাছে।
তবু দূর দূরান্তরে,
দেশ থেকে অন্য দেশে, পল্লী আর বন্দরে-শহরে
মানুষের কণ্ঠস্বর ধ'রে নিতে কত জাল পাতা।
করাচি লণ্ডন থেকে নয়াদিল্লি বোম্বাই কলকাতা
ধ্বনির তরঙ্গগুলি ঘুরে ফেরে আকুলিবিকুলি।
সহস্র নিখুঁত কথা অভিনয় হাসি-গানগুলি
ঘরে এসে ধরা দেয়। শুধু যা স্মৃতির প্রান্তে লীন
অনুচ্চ অস্পষ্ট ক্লান্ত, তাই শুধু আর কোনোদিন
যায় না ফিরিয়ে আনা। যার ক্ষীণ দূরাগত রেশে
আকাশে নীলিমা জমে, জীবনের ছোট পরিবেশে
তাদের মেলে না ঠাঁই। চিরকাল ভেসে চলে তারা
শতাব্দের লক্ষাব্দের সীমা ভেঙে, সব অর্থহারা,
বিশ্ব অতিক্রম ক'রে, জীবন ছাড়িয়ে, ইতস্তত,
আশ্রয়বন্ধনচ্যুত কেটে যাওয়া ঘুড়িদের মতো॥

সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

BANGLADARSHAN.COM

পাথরপুরী

কোন দূর রাজ্য থেকে এসে
রাক্ষসেরা হানা দিলো মানুষের দেশে।
সোনা-রূপো দুই কাঠি দিয়ে
সকল মানুষ তারা রেখে গেছে পাথর বানিয়ে।
রাজসিংহাসনে রাজা নিশ্চল পাথর।
সভাসদ কৃতাঞ্জলিকর
শিলীভূত হয়ে মিছে অনুগ্রহ যাচে।
সাজানো দোকান নিয়ে নিশ্চল দোকানি বসে আছে
চিরকাল খদ্দেরের লোভে।
দাম দিয়ে কে বা তার পণ্য নেবে? সব মূল্য করে
মরণ-ঠাণ্ডায় জমে' হয়ে গেছে বরফ-কঠিন!
রাজকন্যা—মেঘবর্ণকেশ—সারাদিন
মিথ্যাই দাঁড়িয়ে আছে গবাক্ষে উদাস দৃষ্টি মেলে।
সে-দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র নেই পুরাকেলে
প্রতীক্ষা অথবা আশা। রাজপুত্র আসে কি না আসে
দেখে না সে; দৃষ্টি তার হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের পাশে
আরেক মানিক হয়ে জুড়ায়েছে জ্বালা।
এত ভিড়! তবু রাজ্য খা-খা করে—নিঃশব্দ নিরালা।

এখনো হয়তো আছে মাঠে চাষী, ডিঙিতে জেলেরা
তারা দেখে অস্ত্র মোড়া পরিখায় ঘেরা
রাজধানী প্রাসাদের উঁচু চূড়াগুলি।
ভয়ে ভয়ে দূর থেকে বাড়ায়ে অঙ্গুলি
পরস্পর বলাবলি করে—
জীবন্ত মানুষ ছিল একদিন ওখানে শহরে।
সেই যে রাক্ষস এসে কি মন্ত্র পড়েছে,
রাজা-প্রজা সবই আছে, শুধু তারা কেউ নেই বেঁচে॥

১০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

BANGLADARSHAN.COM

উচ্চকথক

উচ্চকথক কণ্ঠ তোলেন
উচ্চ হতে উচ্চে,
নেই পরোয়া কেই বা তখন
পড়ছে, কে ঘুমুচ্ছে।
কার বা ব্যামো, পরীক্ষা কার
নেই কিছুতেই বিকার,
বাজের চেয়ে জোর গলা যার
তিনিই লাউড্‌স্পীকার।

সুরকে ইনি অসুর করেন,
মিষ্টি করেন কটু,
ধনঞ্জয়ের মতন ইনি
কর্ণবধে পটু।
রাগ-রাগিণী রাগিয়ে তোলেন
ধমক মারে তারা,
কোলের ছেলে চমকে কাঁদে,
পথিক দিশাহারা।

চিন্তা ইনি দেন তাড়িয়ে,
মনকে মারেন চাঁটি,
প্রমাণ করেন, এই দুনিয়ায়
জোর গলাটাই খাঁটি।
ফিস্‌ফিসানো, গুন্‌গুনানি,
গোপন কথা, আর
কানে কানে কথায় ইনি
দেন চড়া ধিক্কার।

এঁর প্রতাপে সংসারে হয়
মিহি মোটা সমান,

BANGLADARSHAN.COM

দশের রীতি পালেন ইনি,
রসের প্রীতি কমান।
সূক্ষ্ম করেন রুক্ষ ইনি,
সুতোয় করেন কাছি,
মালা গাঁথা না হোক, ইনি
গলায় দিলে বাঁচি।

ডিসেম্বর ১৯৫৬

BANGLADARSHAN.COM

সরস্বতী

সরস্বতী কোথায় থাকেন?
কেউ তা জানে কি?
হিমালয়ের গহন বনে?
ফুল বাগানে কি?
অন্ধকারে না রোদ্দুরে,
এক ঠাঁয়ে না বেড়ান ঘুরে,
কাব্যেতে না গানের সুরে
সকল খানেই কি?

কেউ কি জানে সরস্বতীর
আসল ঠিকানা?
রূপ কি তাঁহার নদীর মতো?
আলোর শিখা না?
কলম তুলি বাঁশি সেতার
তৃপ্তি বেশি কোনটাতে তাঁর?
যতই ভাবো এ জিজ্ঞাসার
জবাব অজানা॥

১৯৫৮

BANGLADARSHAN.COM

খেয়াল

দু'আঙুলে তুমি তুলে নিয়েছিলে
বনের কুসুমটিরে,
অলস-বিলাসে রেখেছিলে তারে
উদাস ঠোঁটের পর;
কী খেয়ালে তার পাপড়িগুলিরে
ফেলেছিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে,
সে মোর হৃদয়, সে যে মম অন্তর!

দু' আঙুলে তুমি তুলে নিয়েছিলে
মদের পাত্রখানি,
হেলায়-ফেলায় কী খেয়ালে তারে
ছোঁয়ালে ওষ্ঠাধর,
নিঃশেষে পান করে সে পাত্র
ফেলে দিলে কোথা জানি,
সে মোর আত্মা, সে যে মম অন্তর॥

BANGLADARSHAN.COM

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে
১৯৫৬

পথিক গায়েন

বাতাসের স্বর যেখানে মোদের পথিক পায়েরে ডাকে,
প্রতিধ্বনিতে মুখর বনে বা শহরের রাস্তায়,
হাতে বাঁশি আর কণ্ঠেতে গান নিয়ে অনুসরি তাকে,
সকল মানুষ বন্ধু মোদের, ঘর সারা দুনিয়ায়।

যত নগরীর গৌরব মুছে গেছে, তাহাদের গান,
যত রমণীর হাস্য লাস্য মরে গেছে, তার স্মৃতি,
কত যুদ্ধের খড়্গ, রাজার মুকুটের অভিমান,
সুখে দুখে মেশা সে-সব সহজ কথাই মোদের গীতি।

কী আশার কথা, কোন্ স্বপ্ন বা আমরা বুন্‌বো তবু,
বাতাস যেখানে ডাকে আমাদের সেখানেই যেতে হবে।
কোনো প্রেম কোনো আনন্দ পিছু টানে না মোদের কভু,
মোদের ভাগ্য ধ্বনিত কেবল বাতাসের হাহারবে॥

BANGLADARSHAN.COM

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে
১৯৫৬

পুরস্কার

প্রান্তরে ও বনে প্রভু এনো ফাগুন মাস,
বাজপাখি আর বকের ডানায় উড়ন্ত উল্লাস,
চিতায় দিয়ো গতির লীলা ঘুঘুকে রঙ, আর
আমায় প্রভু দিয়ো প্রেমের আনন্দ সম্ভার।

ডুবুরিকে দিয়ো প্রভু ঊর্মি সেঁচা মণি,
বরের চোখের স্বপ্নে এঁকো বধূর আননখানি,
স্বপ্নাতুরের চক্ষে এঁকো যৌবনেরে, আর
আমায় দিয়ো সত্য জানার হর্ষ উপহার।

ধার্মিকেরে দিয়ো প্রভু বিশ্বাসেরি গীতা,
রাজা এবং সৈনিকেরে কর্মে যশস্বিতা,
পরাস্তকে শান্তি দিয়ো, শক্তিমানে আশা,
কণ্ঠে আমার হর্ষে ভরা দিয়ো গানের ভাষা।

BANGLADARSHAN.COM

সরোজিনী নাইডুর কবিতা থেকে
১৯৫৬

রাত্রি

ঘুমোও বাছা ঘুমোও, তোমার ঘুম আসবে বলে,
পশ্চিমের ঐ আকাশ থেকে মিলিয়ে গেল আলো;
আলোর কণা নিবলো সবি, শিশির শুধু ঝলে,
আমার মুখটি শাদা কেবল, আর সকলি কালো।
ছোট্ট খোকা, তোমার চোখে স্বপ্ন নামে, তাই
পথঘাট সব এলিয়ে আছে শান্তিতে নিঃঝুম;
নদীর জলের আওয়াজ ছাড়া শব্দ কোথাও নাই,
একলা আমি রই জেগে, আর বিশ্বভরা ঘুম।
আস্তে নামে কুয়াশা—সে ডুবায় স্তব্ধ ধরা,
নীলাভ এক দীর্ঘনিশাস মিলায় তমিস্রায়;
হালকা মৃদু স্নিগ্ধ হাতের আদর যেন ভরা,
শব্দবিহীন শান্তি এসে বিশ্বভুবন ছায়।
আমার গানে ঘুমিয়ে পড়ে আমার খোকনমণি,
একলা সে নয়, গানের দোলায় যেই সে ঘুমে ঢলে,
অমনি দেখি সেই দোলনে সমস্ত ধরণী
গভীর ঘুমের গহীন গাঙে উধাও ভেসে চলে॥

গ্যাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল-এর কবিতা থেকে
১৯৫৬

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥